স্থাপত্য অধিদপ্তর

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রনালয়

স্থাপত্য অধিদপ্তর

ভারতে ইংরেজ শাসনের অবসানের পর দেশটি ভাগ হয়ে দুটি নতুন রাষ্ট্র গঠিত হল। নতুন দেশে শুরু হল নানা উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ড। তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান, বর্তমান বাংলাদেশেও প্রশাসনিক প্রয়োজনে নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যে দিয়ে শুরু হল ইমারত নির্মাণ কর্মকান্ড। তখন বিশ্বে বিশেষ করে পাশ্চাত্যে শিল্প বিপ্লবের পর নতুন ধারার আধুনিক স্থাপত্যের চর্চা শুরু হয়েছিল তার কোন ছাঁপ স্থানীয় স্থাপত্যে তখনো দেখা যায়নি। চুনসুড়কির মাধ্যমে ভবন নির্মাণের প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তে পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট ও লোহার ব্যবহার পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হলো মাত্র।

ঠিক এমন এক অবস্থার মধ্যে দেশ ভাগের পর সকল ইমারত নির্মাণসহ নানা উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ড চালিয়ে নিতে ১৯৪৭ সালে তদানিন্তন সি এন্ড বি ডিপার্টমেন্টের অধীনে কনসাল্টিং আর্কিটেক্ট এর একটি দপ্তর (Office of the Consulting Architect) খোলা হল। সেই কনসাল্টিং আর্কিটেক্ট দপ্তরের প্রধান ছিলেন কোলম্যান হিকস্। কোলম্যান হিকস ১৯৫১ সালের এপ্রিল পর্যন্ত দায়িত্বরত ছিলেন। কোলম্যান হিকস্ এর পরেই কলসাল্টিং আর্কিটেক্ট হয়ে যোগদান করলেন এ, আর, ম্যাক্কনেল ১৯৫৮ সালের মে মাসে অফিস অব দি কনসালটিং আর্কিটেক্ট এর দপ্তরটি বিল্ডিং ডাইরেক্টরেট এ উন্নীত করা হল। এ, আর, ম্যাক্কনেল এর নতুন পদবী হলো গভর্নমেন্ট আর্কিটেক্ট । ১৯৭০ সালে বিল্ডিং ডাইরেক্টরেটের প্রধানের পদবী পরিবর্তন হয়ে হলো চীফ আর্কিটেক্ট । ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বরে বিল্ডিং ডাইরেক্টরেটের চীফ আর্কিটেক্ট হলেন আর ম্যাককনেল এবং ঐ বছরের ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত তিনি কর্মরত ছিলেন। ম্যাককনেলের পরেই এডিশনাল চীফ আর্কিটেক্ট হয়ে বাঙালী স্থপতি শাহ আলম জহির উদ্দিন দপ্তরে যোগদান করেন এবং ১৯৮৩ পর্যন্ত এ পদে কর্মরত ছিলেন। ১৯৮২ সালে বিল্ডিং ডাইরেক্টরেট উন্নীত হলো স্থাপত্য অধিদপ্তর হিসেবে।

স্থাপত্য অধিদপ্তরের প্রথম প্রধান স্থপতি হিসেবে যোগদান করলেন বাঙালী স্থপতি এস,এইচ, এম আবুল বাসার। জনাব আবুল বাসার ১৯৮৩ সালে অবসর গ্রহণ করলে স্থপতি জনাব শাহ আলম জহির উদ্দিন প্রধান স্থপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘদিন প্রধান স্থপতি হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সাল থেকে অদ্যাবধি পর্যায়ক্রমে স্থপতি সা,আ,কা, মাসউদ আহমাদ, এ.আর গোলাম মোহাম্মদ,এম আমীর হোসেন, মো: আবদুর রশীদ, মো: মোজাফর হোসেন মোল্লা, আবদুস সালাম,এ.এস.এম ইসমাইল, আবুল হাসনাত ফুয়াদ, মোঃ আহসানুল হক খান, কাজী গোলাম নাসির, আ.স.ম. আমিনুর রহমান প্রধান স্থপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বর্তমানে স্থাপত্য অধিদপ্তরের প্রধান **স্থপতি মীর মঞ্জুরুর রহমান** হিসেবে কর্মরত আছেন।

স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক সেবা প্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/দপ্তর সমূহের তালিকা

স্থাপত্য অধিদপ্তর এর বিভিন্ন সার্কেল-এ ন্যাস্তকৃত প্রকল্পসমূহের বিভাজন তালিকা।

সার্কেল	বিভাগ	ন্যাস্তকৃত মন্ত্রণালয়/দপ্তরের প্রকল্প
১	১	মন্ত্রি পরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (বিভাগীয় জেলা, উপজেলা সদর দপ্তর, পিএটিসি, বিজি প্রেস এবং মন্ত্রণালয়ভূক্ত অন্যান্য প্রকল্প), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (নতুন প্রকল্প সমূহ), তেজগাঁও, ধানমন্ডি, মতিঝিল, গুলিস্তান, দত্তপাড়া, নওয়াবপুর, আগ্রাবাগ, বায়োজিত বোস্তামী, পাঁচলাইশ এর সাইট এন্ড সার্ভিস প্রকল্পসমূহ।
	২	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (রেজিষ্ট্রেশন দপ্তরসহ), বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কমপ্লেক্স, আইনজীবী সমিতি ভবন (কোর এলাকায়), আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল জুডিশিয়াল অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট, জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন, জেলা জজ আদালত, দুদক।
	৩	অর্থ মন্ত্রণালয়, (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, কর, শুল্ক ও ভ্যাট ও হিসাব দপ্তরাদিসহ সংশ্লিষ্ট স্থাপনা), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বাংলাদেশ সচিবালয়।
২	৪	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক অথরিটি, কম্পিউটার কাউন্সিল, তথ্য ও প্রযুক্তি অধিদপ্তর), শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় (আবহাওয়া, সার্ভে অব বাংলাদেশ স্পারসো সহ), কৃষি মন্ত্রণালয়, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয় (শুধুমাত্র ভূমি ভবন), ওয়াসা'র সকল নতুন প্রকল্প।
	৫	শেরে-বাংলা-নগর সার্বিক পরিকল্পনা, জাতীয় সংসদ ভবন, জাতীয় সচিবালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন ও বন্দর বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়
	৬	বঙ্গভবন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (দপ্তর ও বাস ভবন), এস.এস.এফ. অফিসার্স মেস ও ডরমিটরী, এন.জি.ও. বিষয়ক ব্যুরো, বিনিয়োগ বোর্ড, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন সমবায় মন্ত্রণালয়, এনজিও ফাউন্ডেশন এর কাজ, খিলগাঁও/বাসাবো-সাইট এন্ড সার্ভিস প্রকল্প।।
৩	৭	সরকারি আবাসন, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, এইচ.বি.আর.আই, উদ্যান ও নিসর্গ পরিকল্পনা (শুধুমাত্র রমনার বিষয় সমাপ্ত করবেন), আশ্রয়ন প্রকল্প(প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়), লাঙ্গলবন্দর প্রকল্প, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, পরিত্যক্ত বাড়ি (সমগ্র)।
	৮	খাদ্য মন্ত্রণালয়, দুযোর্গ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, (ভূমি ভবন বাদে সকল কার্যক্রম), আজিমপুর চলমান প্রকল্প (হাউজিং) ও পরিত্যক্ত বাড়ি (চট্টগ্রামে চলমান প্রকল্প বাদে), জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ।
	৯	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৪	১০	মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজ হাসপাতাল, টিচিং হাসপাতাল।
	১১	সাধারণ ও বিশেষায়িত হাসপাতাল।
	১২	স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ বিষয়ক ইনষ্টিটিউট, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বর্হিভূত হাসপাতাল, স্বাস্থ্য প্রশাসন দপ্তরাদি, বিএসএমএমইউসেল-কে সেন্টার অফ এক্সিলেন্স এ পরিনত করণ (দ্বিতীয় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প।
৫	১৩	পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয় (নতুন প্রকল্প)।
	১৪	র‍্যাব, অগ্নি-নির্বাপন দপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
	১৫	আনসার ভিডিপি, কারা অধিদপ্তর, মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ দপ্তর।
৬	১৬	এন.এস.আই. সদর দপ্তর ঢাকা, এন.এস.আই. প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ধামরাই, এন.এস.আই (জেলা কার্যালয়), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় (মেলা সংক্রান্ত কাজ সহ), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (চলমান), চলমান প্রকল্পসমূহ যা নির্মাণাধীন তা সার্কেল-১ এর পক্ষে সম্পাদনের দায়িত্ব পালন করবেন।
	১৭	বাংলাদেশ পুলিশ, বাংলাদেশ কোষ্টগার্ড, মমতা ও বনিক সমিতি প্রকল্প, ওয়াসা (চলমান প্রকল্প) প্রকল্পের পর্যায় বিবেচনায় শুধুমাত্র এই পর্যায়ে সমাপ্ত করবেন।
	১৮	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, চা বোর্ড, বি.এন.সি.সি, পরিত্যক্ত বাড়ির বর্তমান চলমান কাজ যা নির্মাণাধীন তা সার্কেল-৩ এর আওতায় সম্পাদন করার পর অব্যাহতি প্রাপ্ত বলে বিবেচিত হবেন।
৭	১৯	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বঙ্গমাতা হাসপাতাল।
	২০	মৎস্য ও প্রানী সম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, নির্বাচন কমিশন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (বৌদ্ধ বিহার নেপাল প্রকল্প বাদে)।
	২১	বাংলাদেশ এনার্জী রেগুলেটরি কমিশন, উদ্যান ও নিসর্গ পরিকল্পনা (জামালপুর প্রকল্পসহ অন্যান্য), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (শুধুমাত্র ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়), পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয় (বস্ত্র দপ্তর, তাঁত বোর্ড, বিএমআরই, ফ্যাশন ডিজাইন, ৩টি বেসিক সেন্টার) সমাজসেবা টাওয়ার সমাপ্ত করনের পর সমাজসেবার কার্যক্রম থাকবে না।
(সমন্বয়)	সার্ভিসেস	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, আইডিয়াল স্কুল এ্যান্ড কলেজ), বিশেষায়িত প্রকল্প।
	প্রশাসন	

- সকল চলমান প্রকল্প যা নির্মাণাধীন, সব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উক্ত সার্কেলের আওতায় ঐ সমস্ত কাজ সমাপ্ত করণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। কিন্তু উক্ত কাজ সমাপ্তির পর ঐ সংক্রান্ত নতুন কোন কাজে তিনি যুক্ত থাকবেন না।
- যে সমস্ত কাজ বর্তমানে যেসব সার্কেলে বিদ্যমান তার তত্ত্বাবধায়ক স্থপতির মাধ্যমে উক্ত প্রকল্পের নামসহ প্রকল্প তালিকা দ্রুততম সময়ে সমন্বয়ে সার্কেলে প্রেরণ করতে হবে।

স্থাপত্য অধিদপ্তরের জনবল

- স্থাপত্য অধিদপ্তরের প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৮৩। ১৯৮৪ সালে এনাম কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত স্থপতি জনবলের সংখ্যা ৭২ জন হলেও বর্তমানে কর্মরত মাত্র ৫৮ জন। এই স্বল্পসংখ্যক স্থপতি নিয়ে স্থাপত্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও পরিদপ্তর সমূহের সকল স্থাপত্য নক্শাসমূহ প্রনয়নের কাজ সম্পাদন করে আসছে।

পরিবেশবান্ধব ও প্রযুক্তিবান্ধব কার্যক্রম

পরিবেশবান্ধব বিশেষায়িত প্রকল্প

শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল স্পেশালাইজড হসপিটাল ও নার্সিং কলেজ, ঢাকা

শেখ হাসিনা ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ বার্ন এন্ড প্লাসটিক সার্জারি

ঢাকা

বিচারপতিদের জন্য বহুতল আবাসিক ভবন

কাকরাইল, ঢাকা

সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য বাসভবন নির্মাণ প্রকল্প

আজিমপুর

সিনিয়র সচিব, সচিব ও গ্রেড-১ কর্মকর্তাদের জন্য আবাসিক ভবন

ইস্কাটন,ঢাকা

পরিবেশবান্ধব ও প্রযুক্তিবান্ধব কার্যক্রম

- সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের বহুতল আবাসিক ভবন , আজিমপুর ও মতিঝিল আবাসিক ভবন এখানে Rainwater harvesting, Solar Energy ও Sewage treatment plant সংস্থান আছে।

BIRDS EYE VIEW

PROPOSED MASTER PLAN
"SWADHINATA STAMBHA NIRMAN"
PROJECT (3rd PHASE)

Department of Architecture
Ministry of Housing and Public Works
Govt. of Bangladesh

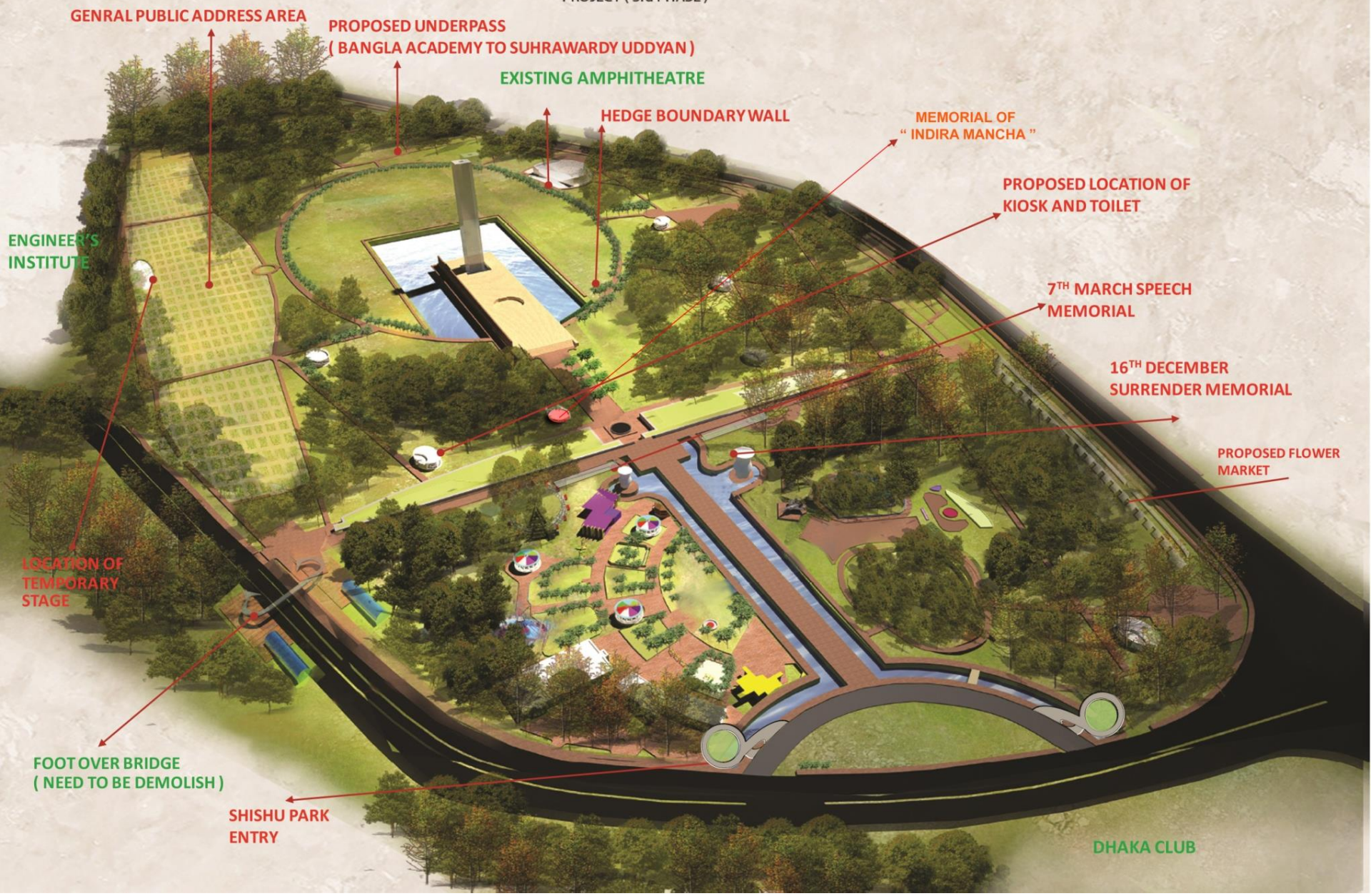

শেখ হাসিনা নকশী পল্লী

জামালপুর

জাম্বুরী পার্ক

আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম

শেখ রাসেল পুনর্বাসন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সমগ্র বাংলাদেশ

জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন

জামালপুর

পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স

বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা

মুসলিম ইনস্টিটিউট

চট্টগ্রাম

প্রস্তাবিত বিসিএস প্রশাসন একাডেমি, কেরানিগঞ্জ

আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহৃত বিশেষায়িত প্রকল্প

তথ্য ভবন

কাকরাইল, ঢাকা

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমপ্লেক্স

আগারগাঁও, ঢাকা

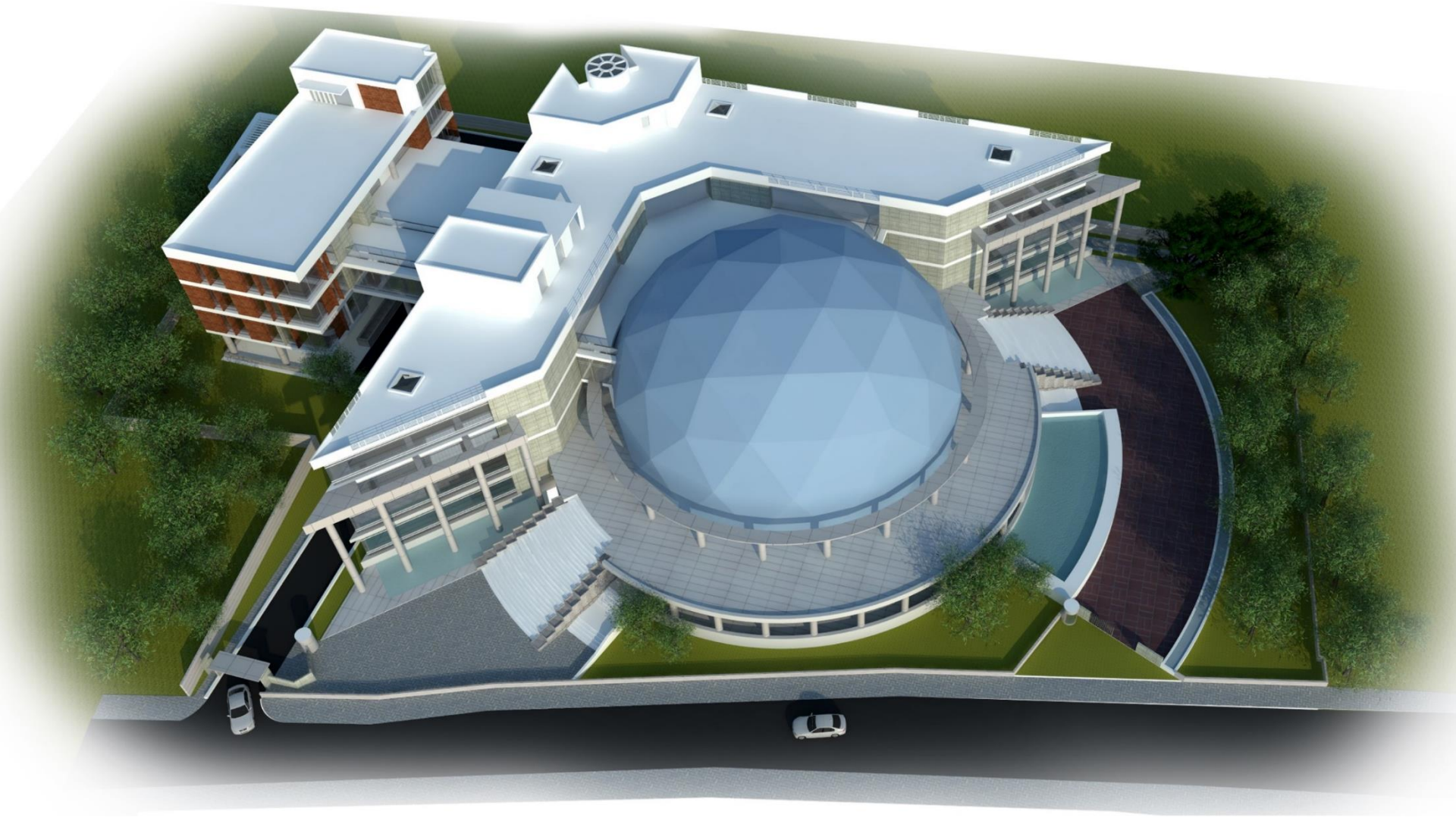

প্রস্তাবিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান নভোথিয়েটার

রাজশাহী

প্রস্তাবিত জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

আগারগাঁও, ঢাকা

প্রস্তাবিত ন্যাশনাল জীন ব্যাংক প্রকল্প

সাভার, ঢাকা

স্থাপত্য অধিদপ্তরের কার্যক্রম সমূহ

- স্বরাষ্ট্র, অর্থ, জনপ্রশাসন, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, কৃষি, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়সহ সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহের স্থাপত্য নক্শা প্রনয়ন ও তদারকি।
- নক্শা অনুমোদনের নিমিত্ত রাজউক, চউক, কক্সউক এর বৃহদায়তন কমিটি, বিসি কমিটি ও নগর উন্নয়ন কমিটিতে সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন।
- সরকারী প্রকল্পের জন্য জমির প্রাপ্যতা নির্ধারন ও স্পেস স্ট্যান্ডার্ড নিরুপন।
- প্রচলিত ইমারত নির্মান বিধিমালা ও ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড প্রনয়নে সক্রিয় অংশগ্রহন।
- উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বর্হিভূত এলাকায় জেলা প্রশাসক কর্তৃক বহুতল ভবনের নক্শাসমূহ অনুমোদনএর জন্য পূর্ব নিরীক্ষা ও ভেটিং

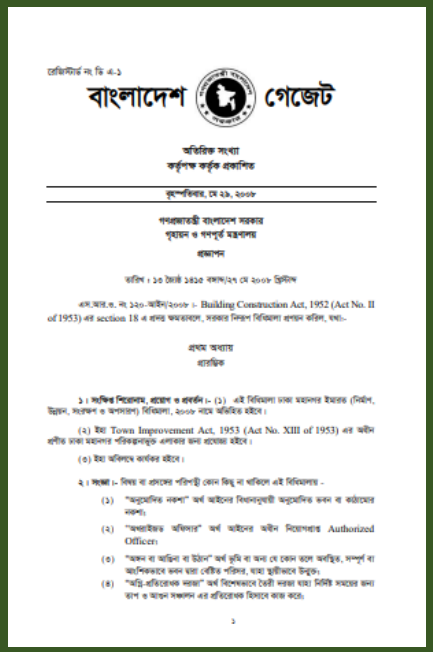

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ২৯, ২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৫ বঙ্গাব্দ/২৭ মে ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ১২০-আইন/২০০৮ :- Building Construction Act, 1952 (Act No. II of 1953) এর section 18 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।- (১) এই বিধিমালা ঢাকা মহানগর ইমারত (নির্মাণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা Town Improvement Act, 1953 (Act No. XIII of 1953) এর অধীন গঠিত ঢাকা মহানগর পরিকল্পনাভুক্ত এলাকার জন্য প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই বিধিমালায় -

(১) "অনুমোদিত নক্শা" অর্থ আইনের বিধানানুযায়ী অনুমোদিত ভবন বা কাঠামোর নক্শা;

(২) "অথরাইজড অফিসার" অর্থ আইনের অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত Authorized Officer;

(৩) "অঙ্গন বা আঙ্গিনা বা উঠান" অর্থ ভূমি বা অন্য যে কোন তলে অবস্থিত, সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ভবন দ্বারা বেষ্টিত পরিসর, যাহা স্থায়ীভাবে উন্মুক্ত;

(৪) "অগ্নি-প্রতিরোধক দরজা" অর্থ বিশেষভাবে তৈরী দরজা যাহা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাপ ও আগুন সঞ্চালন এর প্রতিরোধক হিসাবে কাজ করে।

১

BNBC

Bangladesh National Building Code

স্থাপত্য অধিদপ্তরের বিশেষ অর্জন

স্থাপত্য অধিদপ্তরের বিশেষ অর্জন

- আহসান মঞ্জিল কনজারভেশন প্রকল্প

স্থাপত্য অধিদপ্তরের বিশেষ অর্জন

The First ARCASIA Gold Medal Awards for Architectural Excellence

Lahore, Pakistan
28 October 1992
Convenor: Syed Mohamed Irfan

The ARCASIA Gold Medal Awards for Architectural Excellence is a biennial award instituted by the Council for exemplary architectural projects in the ARCASIA region.

The Award Jury was convened at the Pearl International Hotel in Karachi and the members deliberated over the entries for two days in August 1992 and culled eleven entries out of original 57. The final selection for the individual Gold Medal recipients/s in Residential Project, Public Amenity Building, Industrial Building and Conservation Project categories was made in Lahore before the Council meeting on October 23, 1992.

The ARCASIA Gold Medal awarding ceremony was a befitting finale of the three-day Fifth Asian Congress of Architects. Pakistan's Foreign Minister, Mr. Siddique Kanju, was the guest of honor and presentor of the Gold Medals. The medals were donated by ICI–Dulux (Pakistan), a chemical company of international stature. All entries were exhibited in Lahore, and were archived as well as published in *ARCHASIA* magazine.

The Jury was composed of Ardeshir Cowasjee, a non-architect layman; Syed Zaigham S. Jaffrey (IAP); Syed Akeel Bilgrami (IAP); Adhi Moersid (IIA); Woo Sung Kim (KIRA); and Philip Cox (Australia).

The Jury recommended to the Council that in the subsequent ARCASIA Gold Medal Awards for Architectural Excellence the Residential Project Category be split to cover two classes of structure: Single Family Dwelling Units and Multi-Family/Multi-Storey Dwelling Units.

The Gold Medal Awardees:

Category / Project	Architect
A: Residential Projects "New Courtyard House Complex," Juer Hotong, East City District, Beijing, China	Prof. Liang Yong Wu and his Team
B: Public Amenity Buildings "Alhamara Arts Council," Shahrah-E-Quaid_E-Azam, Lahore, Pakistan	Nayyer Ali Dada
C: Industrial Buildings "Kanagawa Science Park," Kawasaki-Shi, Kanagawa-Ken, Tokyo, Japan	Takekuni Ikeda
D: Conservation Projects "AHSAN MANZIL," Nawab Bari Ahsanulla Road, Dhaka, Bangladesh	Shah Alam Zahiruddir & his Team

Syed Zaigham Jaffery on the rostrum during the ARCASIA Gold Medal Awards Ceremony

Presentation of awards by Philip Cox (Australia), Ardeshir Cowasjee and Syed Akeel Bilgrami (IAP)

- আহসান মঞ্জিল কনজারভেশন প্রকল্প সম্পন্ন করার প্রেক্ষিতে ১৯৯২ সালে সরকারী পর্যায়ে বাংলাদেশে প্রথম আর্কিটেকটস রিজিওনাল কাউন্সিল অব এশিয়া (আর্কএশিয়া) স্বর্নপদক এওয়ার্ড অর্জন।

স্থাপত্য অধিদপ্তরের বিশেষ অর্জন

- চট্টগ্রাম ও যশোর কোর্ট বিল্ডিং কনজারভেশন ও জনগনের জন্য ব্যবহার উপযোগী করে ঐতিহ্য সংরক্ষন

জাতীয় পর্যায়ে বিশেষায়িত সফলতম উদ্যোগ

জাতীয় পর্যায়ে বিশেষায়িত সফলতম উদ্যোগ

- স্থপতি লুই আই কান কর্তৃক প্রনীত শেরে বাংলা নগরের নক্শা সমুহ অনুসন্ধান, পেনসিলভেনিয়া ইউনিভার্সিটির সাথে যোগাযোগ, বকেয়া ফিস পরিশোধ, নক্শা নিরীক্ষা পূর্বক সংগ্রহ, মাননীয় স্পিকারের নিকট হস্তান্তর এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট উপস্থাপন

স্থাপত্য অধিদপ্তর

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রনালয়

ধন্যবাদ